POLITICAL SCIENCE GENERAL-5TH SEM.
SEC-3 : Democratic Awareness with Legal Literacy

BY- PROF.SHYAMASHREE ROY

UNIT II- FUNDAMENTAL RIGHTS OF INDIAN CITIZENS

মৌলিক অধিকার হ'ল সেই অধিকারগুলি যা ভারতের নাগরিকদের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয়। এই অধিকারগুলি অস্তিত্ব এবং ব্যক্তির সর্বাত্মক বিকাশের জন্য মৌলিক বা অপরিহার্য, তাই তাদের বলা হয় 'মৌলিক অধিকার'। এগুলি ভারতের সংবিধানের তৃতীয় খণ্ড (অনুচ্ছেদ 14 থেকে 32) এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারতীয় সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ছয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে:

1. **সাম্যের অধিকার (নিবন্ধসমূহ। 14-18)**
২. স্বাধীনতার অধিকার (নিবন্ধসমূহ ১৯ ১৯-২২)
৩. শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (নিবন্ধসমূহ। ২৩-২৪)
৪. ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার (নিবন্ধসমূহ। ২৫-২৮)
৫. সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার (নিবন্ধসমূহ ২৯-৩০), এবং
6. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (নিবন্ধসমূহ ৩২)

সমতার অধিকার

সাম্যের অধিকার সংবিধানের ১৪, ১৫, ১ 16, ১ 17 এবং ১৮ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এটি অন্যান্য সমস্ত অধিকার এবং স্বাধীনতা এবং গ্যারান্টিগুলির মূল ভিত্তি:

আইনের আগে সমতা: সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে গ্যারান্টি দেয় যে সমস্ত মানুষ দেশের আইন দ্বারা সমানভাবে সুরক্ষিত থাকবে। এর অর্থ হ'ল রাজ্য একই পরিস্থিতিতে লোকদের সাথে একইরকম আচরণ করবে। এই নিবন্ধটির অর্থ হ'ল ব্যক্তিরা, ভারতের নাগরিক বা অন্যথায় পরিস্থিতি ভিন্ন হলে অন্যরকম আচরণ করা হবে।

সামাজিক সমতা এবং জনসাধারণের ক্ষেত্রে সমান প্রবেশাধিকার: সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতের কোনও নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, বর্ণ, লিঙ্গ, যৌনমুখীতা, লিঙ্গ বা লিঙ্গ পরিচয় এবং / অথবা জন্মের ভিত্তিতে বৈষম্য করা হবে না। পাবলিক পার্ক, যাদুঘর, কূপ, স্নানঘাট ইত্যাদির মতো সরকারী জায়গাগুলিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান প্রবেশাধিকার থাকবে এতে বলা হয়েছে যে, মহিলা ও শিশুদের জন্য রাজ্য কোনও বিশেষ বিধান করতে পারে। যে কোনও সামাজিক বা শিক্ষাগতভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বা তফসিলি বর্ণ বা তফসিলী উপজাতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ বিধান করা যেতে পারে।

সরকারী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমতা: সংবিধানের 16 Article অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্য নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। সমস্ত নাগরিক সরকারী চাকুরীর জন্য আবেদন করতে পারেন, তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। সংসদ আইন প্রয়োগ করতে পারে যাতে বলা হয়েছে যে নির্দিষ্ট চাকরি কেবলমাত্র সেই অঞ্চলে আবাসিকদের

আবেদনের মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে। এটি সেই অঞ্চলের লোকেশন এবং ভাষার জ্ঞানের প্রয়োজন এমন পোস্টগুলির জন্য বোঝানো যেতে পারে। রাজ্য পশ্চাদপদ শ্রেণি, তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতির সদস্যদের পদও সংরক্ষণ করতে পারে যেগুলি সমাজের দুর্বল অংশগুলি আনতে রাষ্ট্রের অধীনে পরিষেবাগুলিতে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব করে না। এছাড়াও, এমন আইন পাস করা যেতে পারে যেগুলির মধ্যে যে কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অফিসের ধারকও সেই নির্দিষ্ট ধর্মকে দায়ীকারী ব্যক্তি হতে পারেন। নাগরিকত্ব (সংশোধন) বিল, ২০০৩ অনুসারে, এই অধিকার ভারতের বিদেশী নাগরিকদের দেওয়া হবে না।

অস্পৃশ্যতা বিলোপ: সংবিধানের 17 Article অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার প্রথা বাতিল করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতার অনুশীলন একটি অপরাধ এবং যে কেউ এটি করে সে আইন দ্বারা শাস্তিযোগ্য। ১৯৫৫ সালের অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন (1976 সালে প্রটেকশন অফ সিভিল রাইটস অ্যাক্টে নতুন নামকরণ করা হয়েছে) কোনও ব্যক্তিকে উপাসনা স্থানে প্রবেশ করতে বা কোনও ট্যাঙ্ক বা কুয়ো থেকে পানি নিতে বাধা দেওয়ার জন্য জরিমানা সরবরাহ করেছিল।

উপাধি বিলুপ্তি: সংবিধানের 18 অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রকে কোনও পদক প্রদান থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। "ভারতের নাগরিকরা কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের উপাধি গ্রহণ করতে পারে না। ব্রিটিশ সরকার ভারতে রায় বাহাদুর এবং খান বাহাদুর নামে পরিচিত একটি অভিজাত শ্রেণি তৈরি করেছিল - এই উপাধিগুলিও বিলুপ্ত করা হয়েছিল। তবে, ভারতের নাগরিকদের ক্ষেত্রে সামরিক ও একাডেমিক পার্থক্য দেওয়া যেতে পারে। "ভারতরত্ন এবং পদ্ম বিভূষণের পুরস্কারগুলি প্রাপক উপাধি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না এবং সে অনুযায়ী সংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আসবেন না"। 1995 সালের 15 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট এই জাতীয় পুরস্কারের বৈধতা বহাল রাখে।

স্বাধীনতার অধিকার

ভারতের সংবিধানে স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে, যা ১৯, ২০, ২১ এ, এবং ২২ অনুচ্ছেদে প্রদান করা হয়েছে এবং সংবিধানের কাঠামোকারদের দ্বারা ব্যক্তিগত বিবেচিত ব্যক্তিদের অধিকারকে গ্যারান্টি দেওয়ার বিবেচনায় রয়েছে। এটি চারটি প্রধান আইনের একটি গোষ্ঠী। ১৯ অনুচ্ছেদে স্বাধীনতার অধিকার নিম্নলিখিত ছয়টি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে:

বাকস্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যার ভিত্তিতে রাজ্য ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থ, রাষ্ট্রের সুরক্ষা, বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতা বা অবমাননার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে আদালত, মানহানি বা কোনও অপরাধে উস্কানি।

অস্ত্র ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে জড়ো হওয়ার স্বাধীনতা, যার ভিত্তিতে রাজ্য জনশৃঙ্খলা ও ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে।

সংস্থা বা ইউনিয়ন বা সমবায় সমিতি গঠনের স্বাধীনতা যার উপর রাজ্য গণশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। নাগরিকদের পুরো ভারত জুড়ে অবাধে চলাচল করার স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও জনগণের

স্বার্থে এই অধিকারের উপর যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে, যেমন মহামারী নিয়ন্ত্রণ করা, চলাচল এবং ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে।

সাধারণ জনগণের স্বার্থে বা তফসিলী উপজাতির সুরক্ষার জন্য রাজ্য কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধের অধীনে ভারতের ভূখণ্ডের যে কোনও অংশে বসবাস ও বসতি স্থাপনের স্বাধীনতা, যেহেতু এখানে পরিকল্পিত কিছু সুরক্ষা রক্ষার পক্ষে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হয় শোষণ এবং জবরদস্তি থেকে আদিবাসী এবং উপজাতিদের

ধারা 370 পূর্বে সীমাবদ্ধ

ভারতের অন্যান্য রাজ্য এবং কাশ্মীরি মহিলারা যারা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে জমি বা সম্পত্তি কিনে অন্য রাজ্যের পুরুষদের সাথে বিবাহ করেন।

আগস্ট 2019 থেকে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে আর্টিকেল 370 আর প্রযোজ্য নয়।

যে কোনও পেশা অনুশীলন করার বা কোনও পেশা, বাণিজ্য বা ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা। তবে রাষ্ট্র বিধিবদ্ধের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। সুতরাং, বিপজ্জনক বা অনৈতিক এমন কোনও ব্যবসা চালানোর কোনও অধিকার নেই। এছাড়াও, পেশাদার বা প্রযুক্তিগত যোগ্যতা কোনও পেশা অনুশীলনের জন্য বা কোনও বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্য নির্ধারিত হতে পারে।

20 অনুচ্ছেদে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সুরক্ষা দেয়।

21 অনুচ্ছেদে জীবনের অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং মর্যাদার সাথে মৃত্যুর অধিকার দেয় (প্যাসিভ ইহুথানসিয়া)।

21 অনুচ্ছেদে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সমস্ত বাচ্চাকে যেমন আইন, রাষ্ট্র দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে তেমন নিখরচায় শিক্ষা দেয়।

22 অনুচ্ছেদ: কিছু ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার এবং আটকের বিরুদ্ধে সুরক্ষা।

সংবিধানও এই অধিকারগুলির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। সরকার এই স্বাধীনতাগুলি ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার স্বার্থে সীমাবদ্ধ করে। নৈতিকতা এবং গণশৃঙ্খলার স্বার্থে সরকারও বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। তবে, জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্থগিত করা যাবে না। ছয়টি স্বাধীনতাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত করা হয়েছে বা জরুরি অবস্থার সময় তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

ভারতের আদালত আদেশ দিয়েছে যে এর মধ্যে কিছু অধিকার মানবেতর সংস্থাগুলির জন্য প্রযোজ্য যা একটি "আইনী ব্যক্তি" হিসাবে মর্যাদা পেয়েছে এবং পিতামাতার মতো প্রাণীর কল্যাণের প্রতি "লোকো প্যারেন্টিস" হিসাবে কাজ করার মানুষের আইনী কর্তব্য রয়েছে নাবালিক শিশুরা (2018 গরু-চোরাচালানের মামলায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট), আইনী ব্যক্তি হিসাবে উপাস্য অধিকারের অধিকারী (2018 সালে সুপ্রিম কোর্ট সাবরিমালায় নারীদের প্রবেশে লর্ড আইয়্যাপানকে গোপনীয়তার অধিকার দিয়েছিলেন), নদী আইনী ব্যক্তি (উত্তরাখণ্ড

হাইকোর্ট আদেশ দিয়েছে যে গঙ্গা ও যমুনা নদীর ফলে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে)।

তথ্যের অধিকার (আরটিআই)

২০০৫ সালে সংবিধানের অনুচ্ছেদে ১৯ (১) এর অধীনে তথ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৯ (১) এর অধীনে প্রত্যেক নাগরিকের বাক বাকস্বাধীনতা এবং সরকার কীভাবে কাজ করে তা জানার অধিকার রয়েছে এটি কী ভূমিকা পালন করে, এর কাজগুলি কী কী ইত্যাদি।

অধিকার শোষণের বিরুদ্ধে

২৩ এবং ২৪ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার দুটি বিধানের বিধান দিয়েছে, যথা: মানুষ ও বেগার (জোর করে শ্রম) পাচারের বিলোপ এবং কারখানার মতো বিপজ্জনক চাকরিতে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কর্মসংস্থান বিলুপ্তকরণ , খনি ইত্যাদি। শিশুশ্রমকে সংবিধানের চেতনা এবং বিধানগুলির চূড়ান্ত লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাড়িওয়ালাদের দ্বারা অতীতে অনুশীলন করা বেগারকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আইন অনুসারে শাস্তিযোগ্য। দাস ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা পতিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে মানব পাচার আইন দ্বারাও নিষিদ্ধ। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বাধ্যতামূলক পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদান ব্যতিরেকে চাকরিতে ব্যতিক্রম হয় exception এই বিধান দ্বারা বাধ্যতামূলক সামরিক নথিভুক্ত করা হয়।

ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার

২৫, 26, 27 এবং ২৮ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার ভারতের সকল নাগরিককে ধর্মীয় স্বাধীনতা সরবরাহ করে। এই অধিকারের উদ্দেশ্য ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বজায় রাখা। সংবিধান অনুসারে, রাজ্যের সামনে সমস্ত ধর্ম সমান এবং কোনও ধর্মকে অন্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে না। নাগরিকরা তাদের পছন্দের যে কোনও ধর্ম প্রচার করতে, অনুশীলন করতে এবং প্রচার করতে মুক্ত।

ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলি তাদের নিজস্ব দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। তবে ধর্মীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে সম্পাদিত হয়। জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং স্বাস্থ্যের স্বার্থে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাও সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। কোনও ব্যক্তিকে কোনও নির্দিষ্ট ধর্মের প্রচারের জন্য কর দিতে বাধ্য করা হবে না। একটি রাষ্ট্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ধর্ম-সমর্থনের মতো শিক্ষা দিতে পারে না। তবে, আর্টিকেলের কোনও কিছুই কোনও বিদ্যমান আইনের পরিচালনকে প্রভাবিত করবে বা ধর্মকে অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে এমন কোনও অর্থনৈতিক, আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার বা রাষ্ট্রকে আরও আইন করার বাধা দেওয়ার বা সামাজিক সরবরাহের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে না কল্যাণ এবং সংস্কার।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার- (নিবন্ধসমূহ ২৯-৩০)

সংবিধান ভারতের প্রতিটি একক নাগরিককে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উভয়ই অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। সংবিধান সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও দেয়। যে কোনও সম্প্রদায়ের একটি ভাষা এবং নিজস্ব স্ক্রিপ্ট রয়েছে সেটিকে সংরক্ষণ এবং বিকাশের অধিকার রয়েছে। কোনও নাগরিককে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-সহায়ক সংস্থায় ভর্তির জন্য বৈষম্য করা যায় না।

ধর্মীয় বা ভাষাগত সমস্ত সংখ্যালঘু তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং বিকাশের জন্য নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে। সংস্থাগুলিকে সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত এই ভিত্তির ভিত্তিতে কোনও সংস্থার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারে না। প্রশাসনের অধিকারের অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র ক্ষুন্নতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

১৯৮০ সালে একটি পূর্বনির্ধারিত রায় হিসাবে, সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে শিক্ষাগত মানদণ্ডের দক্ষতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপ নিতে পারে। এটি শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীদের পরিষেবার সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশিকাও জারি করতে পারে। ৩১ অক্টোবর ২০০২ এ দেওয়া অন্য রায়তে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সহায়তায় সংখ্যালঘু সংস্থাগুলি পেশাদার কোর্স প্রদানের ক্ষেত্রে, রাজ্য বা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত একটি সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তি হতে পারে। এমনকি একটি বিনা সংখ্যালঘু সংস্থারও ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা উপেক্ষা করা উচিত নয়।

জীবনের অধিকার/RIGHT TO LIFE –ARTICLE 21

সংবিধানটি জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, যার ফলে এই অধিকারগুলি প্রয়োগ ও প্রয়োগ করা হয় এমন নির্দিষ্ট বিধানগুলি উদ্ধৃত করে:

অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কিত সুরক্ষা জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের অধীনে গ্যারান্টিযুক্ত। ২০ অনুচ্ছেদ অনুসারে, কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যা অপরাধের কমিশনের সময় জমির আইন অনুসারে যে পরিমাণ আইন নির্ধারণ করে তার চেয়ে বেশি। এই আইনী বক্তব্যটি এই নীতিটির ভিত্তিতে তৈরি করা হয় যে কোনও ফৌজদারি আইনকে পূর্বসূচী তৈরি করা যায় না, অর্থাৎ কোনও আইন অপরাধ হিসাবে পরিণত হওয়ার জন্য, প্রয়োজনীয় শর্তটি যে এটি করার সময় আইনত এটি একটি অপরাধ হওয়া উচিত ছিল। অধিকন্তু, কোনও অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোনও ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা হবে না। এই নিবন্ধের বাধ্যবাধকতা আইনকে যাকে ডিউরেস (আহত, মারধর বা বেআইনী কারাদণ্ড দিয়ে একজন ব্যক্তিকে এমন কিছু করার জন্য করতে চায় যা সে করতে চায় না) বলে। এই নিবন্ধটি আত্ম-ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষাকারী হিসাবে পরিচিত। এই নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত অন্য নীতিটি দ্বিগুণ বিপদের নীতি হিসাবে পরিচিত, অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিকে একই অপরাধে দুবার দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না, যা অ্যাংলো-স্যাক্সন আইন থেকে প্রাপ্ত। এই নীতিটি ম্যাগনা কার্টায় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জীবন রক্ষা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও জীবনের অধিকার এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধীনে বর্ণিত হয়। 21 অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে যে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যতীত কোনও নাগরিককে তার জীবন ও স্বাধীনতা অস্বীকার করা যাবে না। এর অর্থ হ'ল কোনও ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কেবল তখনই বিতর্কিত হতে পারে যদি সেই ব্যক্তি কোনও অপরাধ করে থাকে। তবে, জীবনের অধিকার মৃত্যুর অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং তাই আত্মহত্যা বা তার যেকোন প্রয়াসকে একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় (আত্মহত্যার চেষ্টাটিকে অপরাধ হিসাবে ব্যাখ্যা করার কারণে অনেক বিতর্কই দেখা গেছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৪ সালে একটি যুগান্তকারী রায় দিয়েছিল আদালত ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৯ ধারা বাতিল করেছে, যার অধীনে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করা লোকেরা মামলা-মোকদ্দমা ও এক বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হতে পারে। 1996 সালে, সুপ্রিম কোর্টের অন্য একটি রায় পূর্বের আইন বাতিল করে দিয়েছে। তবে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিল 2017 পাস হওয়ার সাথে সাথে আত্মহত্যার চেষ্টাটিকে হ্রাস করা হয়েছে। "ব্যক্তিগত স্বাধীনতা" এর মধ্যে এমন সমস্ত স্বাধীনতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা অনুচ্ছেদ 19-এ অন্তর্ভুক্ত নয় (যা ছয়টি স্বাধীনতা)। বিদেশ ভ্রমণ করার অধিকারটিও 21 অনুচ্ছেদে "ব্যক্তিগত স্বাধীনতার" আওতায় এসেছে।

2002 সালে, 86 তম সংশোধন আইনের মাধ্যমে, অনুচ্ছেদ 21 এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অধিকারকে স্বাধীনতার অধিকারের অংশ হিসাবে জানিয়েছে যে রাজ্য ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করবে। ভারতীয় সংবিধানে একটি সংশোধনী করার ছয় বছর পরে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০০৮ সালে শিক্ষার অধিকার বিলটি সাফ করেছে।

সাধারণ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির অধিকার জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারে দেওয়া হয়। তার গ্রেফতারের কারণ না বলে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। গ্রেপ্তার করা হলে, ব্যক্তির নিজের পছন্দের আইনজীবীর মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। এছাড়াও, গ্রেপ্তার নাগরিককে 24 ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনতে হবে। সাধারণ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার হওয়া কোনও ব্যক্তির অধিকার শত্রু এলিয়েনের কাছে উপলব্ধ নয়। এগুলি কোনও আইনের আওতায় প্রতিরোধমূলক আটকের ব্যবস্থা করে এমন ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ নয়। প্রতিরোধমূলক আটকের অধীনে সরকার একজন ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ তিন মাস কারাভোগ করতে পারে। এর অর্থ হ'ল সরকার যদি মনে করে যে কোনও ব্যক্তি স্বাধীনতায় থাকা আইন-শৃঙ্খলা বা জাতির unity ও অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ হতে পারে, তবে এই সম্ভাব্য ক্ষতি করতে বাধা দেওয়ার জন্য সেই ব্যক্তিকে আটক বা গ্রেপ্তার করতে পারে। তিন মাস পর, এ জাতীয় মামলা পর্যালোচনা করার জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ডের সামনে আনতে হবে, যদি না প্রতিরোধমূলক আটক সম্পর্কিত সংসদ কর্তৃক নির্দিষ্ট আইন (গুলি) না হয় তবে (যেমন) এ জাতীয় পরামর্শদাতা বোর্ডের তদন্তের প্রয়োজন হবে না।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার (অনুচ্ছেদ 32) নাগরিকদের মৌলিক অধিকার অস্বীকারের ক্ষেত্রে নাগরিকদের আইন আদালতে যাওয়ার ক্ষমতা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, কারাবাসের ক্ষেত্রে যে কোনও নাগরিক আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের মাধ্যমে দেশের আইনের বিধান অনুসারে এটি কিনা তা জানতে চাইতে পারেন। যদি আদালত এটি খুঁজে পায় না তবে সেই ব্যক্তিকে অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। নাগরিকের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ বা সুরক্ষার জন্য আদালতকে বলার এই পদ্ধতিটি বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে। আদালত নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন ধরণের রিট জারি করতে পারে। এই রিটগুলি হ'ল:

- হাবিয়াস কর্পস
- ম্যান্ডামাস
- নিষিদ্ধের রচনা
- কো ওয়ারান্টো
- সার্টিওরি

এটি যদি কোনও নাগরিক বিশ্বাস করে যে তাদের কোনও মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক লঙ্ঘিত হয়েছে তবে তারা আদালতে যেতে পারবে। ৩২ অনুচ্ছেদটিকে সংবিধান রক্ষা ও রক্ষার নাগরিকদের অধিকারও বলা হয় কারণ এটি বিচার বিভাগের মাধ্যমে সংবিধান প্রয়োগের জন্য নাগরিকরা ব্যবহার করতে পারেন। ডঃ বি আর আর আম্বেদকর সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকারকে ভারতীয় সংবিধানের "হৃদয় ও প্রাণ" বলে ঘোষণা করেছিলেন। যখন কোনও জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়, তখন এই অধিকার সরকার কর্তৃক স্থগিত করা হয়।

সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার মৌলিক অধিকার প্রয়োগের জন্য উপস্থিত রয়েছে।

ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস/ FUNDAMENTAL DUTIES

পার্ট IVA ফান্ডম্যান্টাল ডিউটিস

51 এ। মৌলিক কর্তব্য – – এটি ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য –

১. সংবিধান মেনে চলা এবং এর আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতকে সম্মান করা;

২. মহৎ আদর্শের লালন ও অনুসরণ করা যা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে;

৩. ভারতের সার্বভৌমত্ব, unity ও অখণ্ডতা রক্ষা এবং রক্ষা;

৪. দেশকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সেবা প্রদানের আহ্বান জানানো হলে;

৫. ভারতের সকল মানুষের মধ্যে ধর্মীয়, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক বা বিভাগীয় বৈচিত্র্য অতিক্রম করে সম্প্রীতি ও সাধারণ ভ্রাতৃত্বের চেতনা প্রচার করা; মহিলাদের মর্যাদায় অবমাননাকর অভ্যাস ত্যাগ করা;

6. আমাদের সম্মিলিত সংস্কৃতির সমৃদ্ধ heritage মূল্য এবং সংরক্ষণের জন্য;

7. বনজ, হ্রদ, নদী ও বন্যজীবন সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা এবং উন্নতি করা এবং জীবন্ত প্রাণীর প্রতি সমবেদনা বজায় রাখা;

৮. বৈজ্ঞানিক মেজাজ, মানবতাবাদ এবং তদন্ত ও সংস্কারের চেতনা বিকাশ;

৯. জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা করা এবং সহিংসতা অবহেলা করা;

১০. ব্যক্তি ও সম্মিলিত ক্রিয়াকলাপের সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে সচেষ্ট হওয়া যাতে জাতি ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং অর্জনের উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়;

১১. কে তার পিতামাতা বা অভিভাবক তার সন্তানের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে বা যেমন ঘটনা হতে পারে, ছয় থেকে চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে ওয়ার্ড।

PUBLIC INTEREST LITIGATION(PIL)

জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা (পিআইএল) জনস্বার্থ সুরক্ষার জন্য গৃহীত মামলা-মোকদ্দমা বোঝায় এবং সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত পক্ষগুলিতে ন্যায়বিচারের সহজলভ্যতা প্রদর্শন করে এবং বিচারপতি পি। এন। ভগবতী প্রবর্তন করেছিলেন। এটি লোকাস স্ট্যান্ডির প্রচলিত নিয়মটিতে একটি শিথিলকরণ। ১৯৮০ এর দশকের আগে, বিচার বিভাগ এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কেবল আসামী পক্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষের পক্ষ থেকে মামলা মোকদ্দমা করত। এটি কেবলমাত্র তার আসল এবং আপিলের এখতিয়ারের অধীনে মামলাগুলি শুনে এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যাইহোক, সুপ্রিম কোর্ট জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমার ভিত্তিতে মামলাগুলির অনুমতি দেওয়া শুরু করে, যার অর্থ এই যে সরাসরি মামলায় জড়িত না এমন লোকেরাও জনস্বার্থের বিষয়টি আদালতে আনতে পারে। আবেদনটি বিনোদনের পক্ষে আদালতের বিশেষত্ব।

ডিসেম্বর 1979 সালে, কপিলা হিঙ্গোরানী বিহার কারাগারে আটক বন্দীদের অবস্থার বিষয়ে একটি আবেদন করেছিলেন, যার মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিল। এই আবেদনটি বিহার কারাগারের বন্দীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং বিচারপতি পি এন ভগবতীর নেতৃত্বে বেঞ্চের সামনে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলাটি করা হয়েছিল। বন্দী হুসেনারা খাতুনের নামে এই পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল এবং তাই মামলাটি হুসেনারা খাতুন বনাম বিহার রাজ্যটির নামকরণ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে বন্দীদের বিনামূল্যে আইনী সহায়তা এবং দ্রুত শুনানি করা উচিত। ফলস্বরূপ, কারাগার থেকে ৪০,০০০ বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এরপরে সুপ্রিম কোর্টে অনুরূপ অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসপি গুপ্ত বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেই ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ভারতীয় প্রসঙ্গে "জনস্বার্থ মামলা মোকদ্দমা" শব্দটি সংজ্ঞায়িত করেছিল।

আইনের সাহায্যে তাত্ক্ষণিক সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষা এবং বিতরণ করার জন্য ভারতের সংবিধানের ৩৯ এ [ক] অনুচ্ছেদে নীতিমালা অনুসারে জনস্বার্থ মামলা-মোকদ্দমা (পিআইএল) ধারণাটি উপযুক্ত। ১৯৮০ এর দশকের আগে কেবলমাত্র আক্রমনাত্মক পক্ষই বিচারের জন্য আদালতের কাছে যেতে পারত। জরুরি যুগের পরে উচ্চ আদালত জনগণের কাছে পৌঁছেছিল

এবং জনস্বার্থের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন মামলায় আইনী প্রতিকার পেতে আদালতের কাছে যাওয়ার জন্য জনসাধারণের যে কোনও ব্যক্তির (বা এনজিও) কোনও উপায় প্রস্তুত করেছিলেন।

সুপ্রিম কোর্ট দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপকের একটি চিঠি বিনোদন দিয়েছিল; এটি আগ্রার একটি প্রতিরক্ষামূলক বাড়িতে যারা অমানবিক ও অবনতিজনিত পরিস্থিতিতে বাস করত তাদের বন্দীদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের অনুরোধ করেছিল। ১৯৮২-এর বিহার রাজ্যের মিস বীনা শেঠি, বিহারের হাজারীবাগের ফ্রি আইনি সহায়তা কমিটি আদালতের বিচারককে সম্বোধন করা চিঠিটিকে রিট আবেদনের হিসাবে বিবেচনা করেছিল। নাগরিকদের জন্য গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি বনাম অসম ও অন্যান্য, ১৯৯৫-এর মাধ্যমে আদালত মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে আদালতের বিচারককে শ্রী কুলদীপ নয়ারের (একজন সাংবাদিক, তাঁর গণতন্ত্রের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি হিসাবে একটি সাংবাদিক) চিঠি দিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদী ও বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ড (প্রতিরোধ) আইন (টিএডিএ) আটককৃতদের; এটি ভারতের সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আর্জি হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।

ভারতের সংবিধানের ৩২, ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে পিআইএল ফাইল করা বা ধারা ১৩৩ কোটি পি সি।

আদালত অবশ্যই সন্তুষ্ট থাকতে হবে যে রিট পিটিআইটি পিআইএল-এর কিছু প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করে কারণ চিঠিটি আক্রান্ত ব্যক্তি, জনসাধারণের দ্বারা উত্সাহিত ব্যক্তি এবং যে কোনও ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, তাদের আইনী বা সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের জন্য একটি সামাজিক কর্ম গ্রুপ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে প্রতিকারের জন্য আদালত যে কোনও নাগরিক একটি পিটিশন দায়ের করে একটি সর্বজনীন মামলা করতে পারেন:

ভারতীয় সংবিধানের 32 টি অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টে।

ভারতীয় সংবিধানের 226 আর্টের অধীনে, হাইকোর্টে।

সেকেন্ডের অধীনে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৩৩ ধারা, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

ল্যান্ডমার্ক পিআইএল মামলা

বিশাখা বনাম রাজস্থান রাজ্য

মামলাটি কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং ভানওয়ারি দেবী মামলা করেছিলেন, যিনি গ্রামে রাজস্থানের এক বছরের কিশোরীর বিবাহ বন্ধ করার চেষ্টা করার পরে পাঁচজন পুরুষ তাকে ধর্ষণ করেছিলেন। তিনি যখন বিচার চাইতে গিয়েছিলেন তখন তিনি অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। নায়না কাপুর সুপ্রিম কোর্টে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটি পিআইএল শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এই মামলার রায়টি যৌন হয়রানিকে ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নির্দেশিকাও যৌন হয়রানি প্রতিরোধের জন্য নির্দেশিত হয়েছে।

এম। সি মেহতা বনাম ইউনিয়ন of INDIA

গঙ্গা অববাহিকায় নিয়ন্ত্রিত দূষণ নিষ্পত্তি হলেই আদালত অসংখ্য শিল্প বন্ধ করে তাদের পুনরায় চালু করার অনুমতি দেয়।